সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ .....

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তিন তিনটি প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়ে একটি রেকর্ড তৈরি করেছে। এর মধ্যে একই বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে দু'বার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম দক্ষতায় গ্রামীণ একটি প্রবাদ উল্লেখ না করলেই নয়। কৃষকের গরু চাষের সময় নড়ে না হাল টানে না, জোয়াল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কৃষক যতই তাকে তাড়া দিক না কেন, গরু নড়ে না। শেষে বিরক্ত হয়ে কৃষক গরুকে জোয়াল থেকে মুক্ত করে বলল, যা বাড়ি যা তোকে হাল টানতে হবে না। পথে পড়ে নদী। যে গরু হাল চাষের সময় নড়ে না, সেই গরুকেই দেখা গেল কাজ ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার সময় তীব্র বেগে সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। দেখে কৃষক বলে ওঠে, বাহরে গরু হালে তেজ নাই তোর, সাঁতারে তেজ! আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ভাল করে এবং সময়মতো নেয়ার ক্ষেত্রে তেজ না থাকলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসে তাদের তেজের কোন জুড়ি নেই।

গত বুধবার ফাঁস হয়ে যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০০৬ সালের অনার্স দ্বিতীয়বর্ষের নতুন ও পুরনো সিলেবাসের প্রশ্নপত্র। এর আগে ১১ নভেম্বর ইংরেজির প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এরপর ২ জানুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ব্যবসায় গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সর্বশেষ বুধবারর ফাঁস হলো ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। ফলে শনিবার ১২ এবং রোববার ১৩ জানুয়ারি নতুন ও পুরনো সিলেবাসের ইংরেজি পরীক্ষা দুটি স্থগিত করে ২৯ জানুয়ারি (নিয়মিত) ও ৩০ জানুয়ারি (অনিয়মিত) ইংরেজি আবশ্যিক পরীক্ষা দুটি নেয়ার নতুন তারিখ ঘোষণা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দায় সেরেছে।

এদিকে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা বাতিল ও পরীক্ষা পেছানোর ঘটনায় ঢাকাসহ সারাদেশের পরীক্ষার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ঢাকায় ইডেন মহিলা কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে গত শনিবার দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরোধ করে রাখে। শুক্রবার রাতেই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ এবং সড়ক অবরোধ করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন ছাত্র আহত হয়। ফলে শনিবার ঢাকা কলেজে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ইডেন কলেজের ছাত্রীরা শনিবার সবাই আন্দোলনে নামে। আন্দোলনে দ্বিতীয়বর্ষের সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থবর্ষের ছাত্রীরাও যোগ দেয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা 'পরীক্ষা বাতিল মানি না', 'বারবার পরীক্ষা দেব না', '৪৫ ভাগ নম্বর দিয়ে প্রমোশন দাও', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার কর', 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় কে নেবে', 'আর কত দীর্ঘায়িত হবে সেকেন্ড ইয়ার' ইত্যাদি স্লোগানসংবলিত ফেস্টুন বহন করে। ঢাকা ও ইডেন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সড়ক অবরোধকালে আজিমপুর চৌরাস্তা থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ করে দেয়া হয় নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, মিরপুর রোডসহ গোটা এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অবরোধের কারণে শাহবাগ, ধানমণ্ডি, মিরপুর রোড, আজিমপুরসহ পুরনো ও মধ্য ঢাকায় সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের মডারেশন শাখার ১০ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তবে এ পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ওই শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচায বলেছেন, অনার্স দ্বিতীয়বর্ষ পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ওপর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার দায়দায়িত্ব সরাসরি পড়ে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বটে। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পক্ষে সাফাই গেয়ে মডারেশন শাখা থেকে ১০ জনকে বদলি করে এবং একটি তদন্ত কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব সেরেছেন। আমরা মনে করি এটা মোটেও যথেষ্ট নয়। এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছুই হবে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গৃহীত 'নিরামিষ' ব্যবস্থাপত্র অর্থাৎ শুধুমাত্র মডারেশন শাখার ১০ জনকে অন্যত্র বদলি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সাফাই প্রমাণ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি যারা চালান তাদের শিক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কোন দায়িত্ববোধ নেই। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। তারা এর কারণও খুঁজে পাচ্ছেন না, কারো বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থাও নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিল ও পেছানোর ফলে সকল বর্ষের ছাত্রছাত্রীকেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত করছে প্রতিটি বর্ষের ছাত্রছাত্রীর। অথচ এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একেবারেই সচেতন নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতা অমার্জনীয়। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে এর পেছনে কোন একটি শক্তিশালী চক্র বা সিন্ডিকেট কাজ করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই চক্রটিকে খুঁজে বের করার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি এ পর্যন্ত।

পৌনঃপুনিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের সমস্যা দুটো নিয়েই দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টার উদ্যোগী হতে হবে। একদিকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন ও পরীক্ষা বিষয়ক সঙ্কটের সমাধান করতে হবে, অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কার্যকর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত সিন্ডিকেটটিকে খুঁজে বের করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে সর্বাগ্রে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সব কর্মকর্তাকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করাটা বোধহয় জরুরি। কারণ তারা শুধু ব্যর্থই না, নিজেদের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতনও নন।